গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
অগ্নি অনুবিভাগ
www.ssd.gov.bd

স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৫২.৩২.০০২.১৭- ২৫/১

তারিখ : ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ / ৩০ মে ২০১৯

বিষয় : ২৮/০৫/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত শুদ্ধাচার বিষয়ক নৈতিকতা কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৮/০৫/২০১৯ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিভাগের নৈতিকতা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় দপ্তর/সংস্থাসমূহের শুদ্ধাচার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দপ্তর/সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করা হয়েছে। উক্ত সভার কার্যবিবরণী অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে ০৫ ফর্দ।

৩০/৫/২০১৯

(প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী)
অতিরিক্ত সচিব
ফোন : ৯৫৭৬৩৪৩
E-mail : fire1@ssd.gov.bd

বিতরণ (জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে) :

০১। মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
০২। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
০৩। কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৪। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।

কার্যবিবরণীতে বর্ণিত ফিডব্যাক অনুযায়ী শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রতিবেদন সংশোধন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

অনুলিপি :

০১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা।
০২। অফিস/মাস্টার কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
অগ্নি অনুবিভাগ
www.ssd.gov.bd

সুরক্ষা সেবা বিভাগের নৈতিকতা কমিটি সভার কার্যবিবরণী :

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | মো: শহিদুজ্জামান<br>সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ |
| সভার তারিখ | : | ২৮ মে ২০১৯ |
| সময় | : | বেলা ১২.০০ মিনিট |
| স্থান | : | মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ। |

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে উপস্থাপন করা হলো।

উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ আরম্ভ করেন। শুদ্ধাচার কৌশলপত্র ভালোভাবে পড়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নীতিমালার ভিত্তিতে শুদ্ধাচার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

০২। গত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন :

০৮/০৭/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত নৈতিকতা কমিটির সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয় এবং কোন সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো মূল্যায়ন নির্দেশকা সংক্রান্ত আলোচনা :

শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত সচিব জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো মূল্যায়ন নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশিকার অনুলিপি ১৬/০৪/২০১৯ তারিখে সকল দপ্তর/সংস্থা এবং উইং প্রধান বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য যে সকল বিষয় ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে সেগুলো সম্পর্কে উক্ত নির্দেশিকাতে বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রমাণক পিডিএফ আকারে ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্যও নির্দেশিকাতে উল্লেখ করা হয়েছে।

০৪। আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা :

শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাভুক্ত ০৪টি দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং বাহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রতিবেদন মোটামুটি সঠিক আছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং কারা অধিদপ্তরের প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে দায়সারা ভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে কোন ক্ষেত্রেই অর্জনের সপক্ষে প্রমাণক আপলোড করা হয়নি। ০৪টি দপ্তর/সংস্থার ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের ওপর সভায় নিম্নরূপ পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় :

(ক) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর :

৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে গত ১৫/০৪/২০১৯ তারিখে। নৈতিকতা কমিটির সভা হয়েছে মোট ০৯টি। এগুলোর কার্যবিবরণী সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা প্রয়োজন। কার্যবিবরণীগুলো পাওয়ার পর সেগুলো পরীক্ষা করে দেখতে হবে। উত্তম চর্চার তালিকা ২৭/০৯/২০১৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এই তালিকা হালকরণ করতে হবে। অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা হয়েছে ০৩টি। এগুলোর কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন। সচিবালয় নির্দেশমালা, নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা, আচরণ বিধিমালা সংক্রান্ত ইস্যুতে ৮০ জনকে এবং এনআইএস সম্পর্কে ৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এটা ভালো উদ্যোগ। নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৯ এবং

অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপক বিধিমালা, ২০১৪ সংশোধন করার প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগে বিবেচনাধীন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঐ দু'টি ইস্যু ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে প্রক্রিয়াধীন আছে। উক্ত বিষয়দ্বয় পরীক্ষা করে দেখার জন্য মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর-কে অনুরোধ জানানো হলো। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ০২ জন কর্মকর্তার সনদ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। তথ্য বাতায়নে সংযোজিত তথ্য ১০/১০/২০১৮ তারিখে হালকরণ করা হয়েছে। এই তথ্য এখন হালকরণ করতে হবে। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ২৮/০৩/২০১৯ তারিখে হালকরণ করা হয়েছে। দাপ্তরিক কাজে অনলাইন রেসপন্স করার হার ৬০%। এ পর্যন্ত ভিডিও কনফারেন্স করা হয়েছে ২৬টি। জিআরএস সেবা বক্স হালকরণ করা হয়েছে ২৫/০৭/২০১৮ তারিখে। ০১টি গণশুনানী আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা আছে। এটি এখনও হয়নি। নথি শ্রেণি বিন্যাসের লক্ষ্যমাত্রা ১০০%। এর বিপরীতে এ যাবৎ অর্জন হয়েছে ৮০%। শুদ্ধাচার পুরস্কার এখনও প্রদান করা হয়নি।

(খ) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :

বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ২০/০৪/২০১৯ তারিখে শুদ্ধাচার বিষয়ক ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করে। ওয়েবসাইটের শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালকরণ করা হয়েছে। নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা, ১৯৮২, আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ এর ওপর এ যাবৎ ৭৪৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৪৮০ জন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ কার্যক্রমে সফট টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছিল। যারা ট্রেনিং নিয়েছে তাদের লিস্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। শুদ্ধাচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ১৯০ জনকে। এ অর্জন টার্গেটের তুলনায় অনেক কম। এই ট্রেনিদের লিস্টও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। পাসপোর্ট আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩১/১২/২০১৮ তারিখ। এই লক্ষ্যমাত্রা কেন অর্জিত হয়নি তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ইমিগ্রেশন আইন, ২০১৮ এর খসড়া প্রণয়ন করার তারিখ ছিল ৩১/১২/২০১৮। এই টার্গেটও অর্জিত হয়নি। অনলাইন প্রশিক্ষণের সনদ পাওয়ার কথা ২৮/০২/২০১৯ তারিখে। এ ক্ষেত্রে প্রদত্ত তথ্য সঠিক হয়নি। এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। তথ্য অধিকার আইন এর সেবাবক্স হালকরণ করা সংক্রান্ত তথ্য সঠিক হয়নি। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের তালিকা হালনাগাদ করার কথা ২৯/১১/২০১৮ তারিখের মধ্যে অথচ প্রত্যেক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে পৃথক পৃথক তারিখ যেমন : ২৯/১১/২০১৮, ২৮/০২/২০১৯, ৩০/০৪/২০১৯ উল্লেখ করা হয়েছে-এটা সঠিক হয়নি।

(গ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর :

৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ০৮/০৪/২০১৯ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। মোট অর্জনের ঘরে কোন কিছু উল্লেখ নেই। উত্তম চর্চার তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে ২৬/০৭/২০১৮ তারিখে। এই তালিকা হালকরণ করতে হবে। নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা ১৯৮২, আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা সম্পর্কে ২১৯ জনকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে শুদ্ধাচার বিষয়েও ২১৯ জনকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। উক্ত ট্রেনিংপ্রাপ্তদের তালিকা প্রয়োজন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অস্ত্র বিধিমালা ২০১৮ প্রণয়ন (৩.১) সংক্রান্ত কার্যক্রমের একক, লক্ষ্যমাত্রা, ১ম/২য়/৩য় কোয়ার্টারের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন সঠিকভাবে লেখা হয়নি। একইভাবে এ্যালকোহল বিধিমালা ২০১৮ প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের একক, লক্ষ্যমাত্রা, ১ম/২য়/৩য় কোয়ার্টারের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন সঠিক হয়নি। তথ্য অধিকার আইনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনলাইন প্রশিক্ষণের বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। তথ্য বাতায়নের তথ্য হালনাগাদকরণ (২০/১২/২০১৮), তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে ৩০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অবহিতকরণ, ওয়েবসাইটে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশকরণ (২৩/১২/২০১৮), দাপ্তরিক কাজে অনলাইনে ৪০% সাড়াপ্রদান, এ যাবৎ ০৪টি ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে ১০% নাগরিক সমস্যা সমাধান ইত্যাদি অর্জনের বিষয়ে প্রমাণক প্রয়োজন। ১০০% ই-টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন করার তথ্য সঠিক বলে মনে হয় না। সকল কাজে ইউনিকোড ব্যবহার করার বিপরীতে টার্গেট দেখানো হয়েছে ২৫%-এটা গ্রহণযোগ্য নয়। আচরণ, এনালিস্ট, শ্রেণি, সিস্টেম (৭.২), ক্রয় (৫.৪), মিডিয়া (৫.৬), সহজিকৃত (৬.৩) ইত্যাদি বানান

ভুল হয়েছে। ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে ১৫/০৪/২০১৯ তারিখে অথচ ১১.২ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে ০৮/০৪/২০১৯ তারিখ। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। অন্যান্য কার্যক্রম অংশে (৮.১, ৮.২ ও ৮.৩) কোন কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করা হয়নি- যা সঠিক হয়নি। মাঠ পর্যায়ের কোন অফিসে শুদ্ধাচার কার্যক্রমের বিষয়ে এ যাবৎ কোন ফিড ব্যাক প্রদান করা হয়নি-যা সঠিক হয়নি।

(ঘ) কারা অধিদপ্তর :

৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ০৩/০৪/২০১৯ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। মোট অর্জনের ঘর (কলাম নং-১২) এ কোন তথ্য নেই। ১.৩ এবং ১.৪ নং কার্যক্রমের একক তারিখ। কিন্তু লক্ষ্যমাত্রায় তারিখের পরিবর্তে সংখ্যা লিখা হয়েছে-যা সঠিক হয়নি। এগুলো সংশোধন করতে হবে। উত্তম চর্চার তালিকা হালনাগাদ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা ১৯৮২, আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ০৪ জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং প্রতি কোয়ার্টারে কেবল ০১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ধরণের তথ্য হাস্যকর। কারা মহাপরিদর্শক বিষয়টি পরীক্ষা করবেন। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় আইন/বিধি-বিধান প্রণয়ন (৩.) সংক্রান্ত কার্যক্রমের ঘর ফাঁকা। এ বিষয়েও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। সেবা বক্স হালকরণ করা (৪.১), তথ্য অধিকার আইনের আওতায় অনলাইন প্রশিক্ষণ (৪.২), তথ্য বাতায়ন হালকরণ করা (৪.৪), স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা (৪.৬), হটলাইন নম্বর কর্মচারীদেরকে অবহিতকরণ (৪.৩), বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন (৬.১), ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন (৭.১), জিআরএস ব্যবস্থা হালকরণ করা (৭.২), শুদ্ধাচার পুরস্কার (৯.১), ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকরণ (১১.২) ইত্যাদি কার্যক্রম এর একক দেখানো হয়েছে তারিখ কিন্তু লক্ষ্যমাত্রার ঘরে উল্লেখ করা হয়েছে সংখ্যা-যা সঠিক হয়নি। কর্ম, মন্ত্রিপরিষদ, আইন, শ্রেণি, সহজিকৃত, সিটিজেন ইত্যাদি বানান ভুলভাবে লিখা হয়েছে।

০৫। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনদ্বয় মোটামুটি সঠিকভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং কারা অধিদপ্তরের প্রতিবেদনে অসংখ্য ভুল পাওয়া গেল। এ সব ভুল অতি দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে এ সব বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগের শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

০৬। সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৩০/৭/১৯

(মো: শহিদুজ্জামান)
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ।